জিয়া হত্যা মামলার আসামি মোজাফফরকে ট্রাইব্যুনালে হাজির

মোজাফফর হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা মামলার অন্যতম আসামি মেজর (অব.) মোজাফফর হোসেনকে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তাকে ট্রাইব্যুনালে নেওয়া হয়।

ট্রাইব্যুনাল-২-এ বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলে আজ তার মামলার শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। প্যানেলের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ এবং বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।

এর আগে গত ২১ জুলাই প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মোজাফফর হোসেনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রসিকিউশনের দাবি, সাবেক সেনা কর্মকর্তা মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে তদন্তের সময় 'জন্তু' নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে তার যোগাযোগের তথ্য পাওয়া যায়। পরে তদন্তে ওই ছদ্মনামের ব্যক্তির পরিচয় মেজর (অব.) মোজাফফর হোসেন হিসেবে শনাক্ত করা হয়। গত ১৬ বছরে তাদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগের তথ্যও তদন্তে উঠে এসেছে বলে জানানো হয়েছে।

তদন্ত সংস্থার সূত্রে জানা যায়, ওই অনুসন্ধানের সময় মোজাফফরের মানবতাবিরোধী অপরাধে সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া যায়। এর ভিত্তিতেই তাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার আবেদন করা হয়। প্রয়োজনে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও মোজাফফর হোসেনকে মুখোমুখি করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলেও প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এর আগে দীর্ঘ ৪৫ বছর পর গত ১৫ জুলাই রাতে রাজধানীর বনানী ডিওএইচএস এলাকা থেকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) মোজাফফর হোসেনকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। পরে একই দিন সন্ধ্যায় তাকে সেনা হেফাজতে দেওয়া হয়।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন। ওই হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক আদালতে বিচার হয় এবং কয়েকজন সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। মোজাফফর হোসেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

জানা যায়, স্বাধীনতার পর মোজাফফর হোসেন জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে কমিশন পান। পরবর্তী সময়ে রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত করে সেনাবাহিনীর সঙ্গে একীভূত করা হলে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৮১ সালে তিনি ২৪ পদাতিক ডিভিশনে কর্মরত ছিলেন।

জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর তিনি ভারতে পালিয়ে যান বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। দীর্ঘ সময় কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি একাধিক ছদ্মনাম ব্যবহার করেন বলেও দাবি করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে গোপনে দেশে ফেরার পর এতদিন তিনি প্রকাশ্যেই অবস্থান করছিলেন। সম্প্রতি কললিস্টের তথ্য বিশ্লেষণের সূত্র ধরে তাকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।